CHAMELI PHOOL

Gargi
Bhattacharya

******

COPYRIGHTED

MATERIAL

চামেলি ফুল

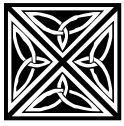

গার্গী ভট্টাচার্য

Dedicated to all my

wonderful surgeons. I am still alive
and kicking due to them --

চামেলি ফুল

এমন কোনো গ্রামের নাম জানো

যেখানে আজও সংস্কৃতে সব কথাবার্তা ও সরকারি কাজ হয় ? ঠিক এরকমই এক গ্রাম আছে ভারতে নাম যার ঝিরিয়ালি । উত্তর ভারতের এই গ্রামে আজও সাধারণ মানুষ সংস্কৃতে কথা বলে আর সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি কাজ করে থাকে ।

এই গ্রামের প্রতিটি মানুষই লিপ্ত চাষবাসে । ফসল বোনা আর শস্যকণা খুটে খেতে অভ্যস্ত এইসব মানুষের সারল্য আর সততা সত্যি আধুনিক যুগে ঈর্ষনীয় !

পুরাতন লিপি ঘেঁটে ওরা অনেক জলসেচ ও চাষের প্রথা আবিষ্কার করেছে যার ফলে ওদের গ্রাম একেবারে শস্যশ্যামলা ! পূর্ণকুম্ভ , সবসময়ই ।

পাখির গান আর সতেজ বাতাসে ভরে ওঠে প্রতিটি আঙিনা !

এখানে বাস করে এক ব্রাহ্মণ পরিবার । সারা গ্রামে ওরাই একমাত্র অভিজাত । তাতে কারো কিছুই যায় আসেনা কারণ এখানে কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না । এই জমিদার পরিবারটিতে ; মালিকেরা সবাই চাষীদের সাথেই ক্ষেত খামারে কাজ করে । ওদের সুখ ও দু:খে ভাগ বসায় । হাতে হাত লাগিয়ে কাজ করে । মেয়ের বিয়ের সময় খাটাখাটনিও করে যেন নিজের মেয়েরই বিয়ে ।

তবুও এখানে **অনার কিলিং** চলে । নিজেদের পরিবারের কেউ যদি এইসব নিচু জাতের মানুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলেই পরিবারের কর্ত্তাগণ তাদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে ।

আইন নিরুপায় । এটা ওদের পারিবারিক ব্যাপার ।

মেয়ে ও পুরুষেরা স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দেয়-- এটা লোকে দেখলেও আসলে ওদেরকে বাধ্য করা হয় আগুনে প্রবেশ করতে ।

জমিদার, **ঠাকুর সাহেব** আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত । দিল্লি থেকে ভাষাবিদের ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন ।

ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড । দিল্লিতেই থেকেছেন অনেকটা সময় । প্রথমদিকে সংস্কৃত বলা মানুষটির অসুবিধে হত কিন্তু পরে সব মানিয়ে নেন ।

এক সহপাঠিনীকে বিয়েও করেন তবে সৌভাগ্যবশত: সেও ব্রাহ্মণ হওয়ায় কোনো অনার কিলিং ঘটেনি !

পরে অবশ্য পাশা উল্টে যায় । ভদ্রমহিলা অর্থাৎ আমাদের চামেলির মা, **চৈতালি** এক সাহেবের সঙ্গে পাড়ি দেন সুদূর পরবাসে ।

পালিয়ে যান আর কি ! লোকে বলে ওটা হয়েছে ওদের পরিবারের রক্ষণশীল ভাব আর ওর বাবার পসেসিভ স্বভাবের কারণে । অনেকেই মাকে চরিত্রহীনা বলে ।

ভদ্রমহিলা যখন যান তখন চামেলির বয়স খুবই কম । সবে বুঝতে শিখেছে । পরে অবশ্য একটু বড় হলে মাকে খুবই মিস্ করতো । যখন প্রথম পিরিয়ড হয় তখন ওকে সাপোর্ট করার কেউ ছিলো না । কাজের লোক আর বুড়ি দাইমা সম্বল । কিন্তু মা হল অন্য জিনিস । মায়ের গায়ের গন্ধ আর হাতের পরশ কি আর অন্য কোনো লোক মেটাতে পারে ?

কিছুটা একাকীত্বে ভোগা মেয়ে চামেলি ডুবে যায় পড়াশোনাতে । ওর মা তো বিদুষী ছিলেন । তাই ওর বাবাকে ছেড়ে এক সাহেবের সাথে চলে যান । মা অনেক বড় স্কলার, ওর বাবার চেয়ে । ফার্স্ট । একই ব্যাচে যেখানে বাবা সেকেন্ড !

ভদ্রমহিলা বহু পুঁথি রচনা করেছেন । সবই তার জ্ঞানের পরিচয় দেয় । মেধাবী কন্যার যশস্বিনী হতে সময় লাগেনি । তাই হয়ত গোরা সাহেব তাকে বধূ রূপে বরণ করেছেন । বিদেশে ওর মা প্রতিষ্ঠিত। ভাষাবিদ্ হিসেবে । কিন্তু মেয়ে চামেলির সাথে তার কোনোদিন কোনো যোগাযোগ হয়নি ।

চামেলির এটাই একটা নাইটমেয়ার ! **ওর বাবা আর মায়ের মুখোমুখি দেখা হচ্ছে , তারপর বাবা অনার কিলিং করাচ্ছেন ওর মাকে !**

গহীন রাতে এই স্বপ্ন বা দু:স্বপ্ন দেখে লাফিয়ে উঠেছে কতবার । দাইমা ওকে বুকে করে রেখেছে । পরে বাবার কাছে আশ্রয় পেয়েছে ।

ওদের ঠাকুর পরিবারের লজিক হল এই যে গরীব গুর্বোদের সাহায্য করো , মঙ্গল করো কিন্তু ভুলেও বিয়ে করোনা । ঐ দূষিত রক্ত তোমার পরিবারে ঢুকে পড়বে !

মাকে আজকাল ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রামে দেখে । আসলে সার্চ করতেই বেরিয়ে পড়েছে।

ওর বাবা **ঠাকুর সাহেব** আর বিয়ে করেন নি । কিন্তু কানাঘুষো চলে যে গ্রামের বাইরে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার তাদের উপযুক্ত কন্যাদের বিবাহ, ওর বাবার সাথে স্থির করতে চান । কিন্তু ওর বাবা হয়ত আজও চৈতালিকে কিংবা তার ঠকানোকে ভুলতে পারেন নি । তাই একাকী এই জীবনের বোঝা বয়ে চলেছেন ।

চামেলির অবশ্য খাওয়া পরায় কোনো সমস্যা হয়নি । কিন্তু মনের ভেতরের অনেকটা জায়গা আজও খালি পড়ে আছে । মায়ের আঁচল কী বস্তু তা জানা হলনা ।

মায়ের সাথে ফেসবুকে কানেক্ট করেছে । মাও হাসি মুখে যোগাযোগ করেছেন । বাবার কথা জানতে চেয়েছেন ।

--ইজ হি স্টিল আ পসেসিভ পার্সন ?

চামেলি বেশি কথা বাড়ায়-নি কারণ এটা ওদের প্রাইভেট ব্যাপার । ওরা গুরুজন । যাইহোক্ না কেন ওর তাতে মতামত দেওয়া, জাজ করা- অশোভন ।

ভারতীয়রা করেনা এসব । ভারতীয় সমাজে এগুলো নিন্দনীয় ।

ওদের ক্ষেতে জাফরান চাষ হয় । ওরা বলে কেশর ।

মূলতঃ নারীরা এই ক্ষেতে কাজ করে । ভোরের শিশির মেখে ; বেগুনি পুষ্প চয়ন এক অপরূপ অভিজ্ঞতা । সবুজ সবুজ কাপড় মাথায় বেঁধে যখন মেয়েরা ফুল তোলে তখন মনে হয় এই বুঝি ভূস্বর্গ ! খয়েরি মাটি, হলুদ ঝুড়ি, বেগুনি ফুল আর সবুজ মাথার ওড়না সমস্ত মিলিয়ে এক শিল্পীর ক্যানভাস তৈরি হয় ওদের ঠাকুর ক্ষেতি সেদিন !

ওদের মহলের পেছনে অগ্নিকুন্ড আছে । সেখানে জহর ব্রত স্টাইলে আগুন জ্বালানো হয় ; যেখানে মেয়েরা লাফ দেয় । **জীবন দেয় আসলে** । নিয়ম অনুসারে ছেলেদেরও লাফানোর কথা যারা ওদের মতে উচ্ছৃংখল আর কমিউনিটির বাইরে বিয়ে করতে চায় কিন্তু কোনো কারণে ছেলেদেরকে প্রটেক্ট করে ওদের বংশ । বংশ বাড়ানোর আছিলায় !

এইসব কান্ডকারখানা দেখে ওর মনে হয় যে ওর মা এক অসীম সাহসী মহিলা । যিনি এইসব নীতির তোয়াক্কা না করেই নিজ সন্তানকে ফেলে রেখে পা

দিয়েছেন মুক্ত বিশ্বে ! ওর মা ফেমিনিস্ট নন বরং ফ্রিডম ফাইটার । লোকে যতই গালি দিক আর মন্দ বলুক , চামেলির কাছে তার অদেখা মা চৈতালি আসলে **একরাশ বিপ্লব** । ওর পরিবারের কাছে আর বাবার কাছেও !

ওর মা ইমেলে লেখেন : আই ডোন্ট নো হোয়াট টু রাইট বেটি ! আই স্টিল লাভ ইওর পাপা বাট হি ওয়াজ সো পসেসিভ দ্যাট আই কুড নট হ্যান্ডেল !

অথবা : ডোন্ট ক্যারি এনি বিটারনেস অ্যাবাউট এনি থিং ইন লাইফ । ইট উইল কিল ইউ ।

ফরগেট অ্যান্ড ফরগিভ লাইক আ চাইল্ড !

নিজের ভালো নিজেকেই ভাবতে হবে । নিজের লড়াই নিজেকেই লড়তে হবে । আর সবারই নিজ নিজ দানব আর যুদ্ধ থাকেই ।

ওর মাকে দেখতে রবীণা ট্যান্ডেনের মতন । নাকটা চোখা কিন্তু সামনেটা চ্যাপ্টা ! আর চামেলিকে দেখতে একেবারে ভিন্ন ধরণের, অমিশা পাটেল হতে পারে । ওর বাবার মতন নাকি পিসিদের মতন কেউ বলতে পারেনা । তবে ও নিজেও সুন্দরী । লোকে বলে : সিনেমায় নামার মতন মুখশ্রী আর ফিগার ওর ।

ও নিজে খুব পড়ে । ইচ্ছে আছে টেকনোলজি নিয়ে পড়ার । বাবা খুবই সাপোর্ট করেন । বলেছেন যে ও ইচ্ছে করলেই বিদেশে গিয়ে পড়ার পাঠ নিতে পারে কিন্তু বিয়ে করতে হবে পরিবারের ইচ্ছেয় । সেটা অবশ্য বাবা বলেন নি কিন্তু ও জানে যে ওদের পরিবারে, মেয়েদের বিয়ে তারা অন্য ধর্মে বা বর্ণে স্থির করলেই জহর করতে হয় । **জহর ব্রত** ।

আজও , স্বাধীন ভারতের মধ্যেই ।

ওর মায়ের সাথে প্রবাস জীবন নিয়ে কথা হয় । ওর মা কতনা জায়গায় ঘুরেছেন । গোবি মরুভূমি থেকে অ্যাটম বোমায় নষ্ট হওয়া শহর অবধি । গোবি মরুতে নাকি উনি ডায়নোর ডিম দেখেছেন । ফসিল হয়ে গেছে সেগুলো । আবার হিরোসিমা কিচ্ছু না এমন জায়গা দেখে এসেছেন ; যেখানে ঐ বোমের থেকেও বেশি এফেক্ট হয়েছে বলে মনে করা হয় । গভীর সমুদ্রে উনি

ডলফিনের সাথে ভেসে বেরিয়েছেন । দেখেছেন নিশীথ সূর্যের দেশ আরো কত কি !

শুধু বাবাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বলে !

এখন মা নাকি এক পরিত্যক্ত হীরের খনিতে থাকেন ।

ওখানে একটি মেন্টাল অ্যাসাইলাম ছিলো, সেখানে নাকি মায়েদের এলাকার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উন্মাদ মানুষ ভর্ত্তি ছিলো । ওদের দেশে নাকি মায়ের অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা বেশি পাগল ও পাগলিনী থাকে ।

আসলে মা বলেন যে ওখানে আগে এপিলেপ্সি, আলঝাইমার্স, অটিসম্ পারকিন্সন্স এসব রুগীদেরও উন্মাদ বলে চিহ্নিত করা হত আর মেন্টাল অ্যাসাইলামে রাখা হত । কিন্তু আদতে এরা পাগল নন নার্ভের অসুখে ভুগছেন ! পাগলের অর্থ হল যার মানসিক সমস্যা আছে । এখন লোকেরা বুঝতে শিখেছে তাই ঐ হসপিটালে আর কেউ নেই ।

পরিত্যক্ত এই হাসপাতাল হীরের খনির কাছেই ছিলো । সেই খনিও আজ পরিত্যক্ত কারণ অন্য কোথাও আরো হীরের সন্ধান পেয়েছে মানুষ ।

তবে দুষ্প্রাপ্য খনিজ না থাকলেও মানুষ আজও এখানে ভ্রমণ করতে আসে । দেখে যায় উন্মাদ আশ্রম আর হীরের খনি । একটি অপূর্ব জলপ্রপাত আছে এখানে । সেটাও দেখার মতন বটে । আর আছে রেনবো রং এর গাছ । রেনবো ইউক্যালিপটাস্ । কান্ডটা পুরো রামধনুর মতন ।

মানসিক রুগীরা সেই জলপ্রাপতে নাকি আত্মহত্যাও করেছে বলে শোনা যায় ।

হীরের খনিতে ঢুকে খুঁজে নিতে পারো ছোটখাটো হীরক কুচি । আর এই এলাকায়, এইসব বস্তু দেখাশোনা করার জন্য একটিমাত্র পরিবার রয়েছে । বাবা , মা ও সন্তান নিয়ে সাত-আট জনের পরিবার । মাসে একবার সরকারি চিকিৎসক আসেন । আসে রেশন ইত্যাদি ।

ধূ ধূ প্রান্তরে এই পরিবারটি রক্ষণাবেক্ষণ করছে এই দ্রষ্টব্য বস্তুগুলো ।

এদেরই বড় ছেলে শহরে পড়তে যায় । সেখান থেকেই ওর সাথে মায়ের পরিচয় । মাকে ও নিজের সিস্টার বলে । মা এত বিদুষী যে ও আকৃষ্ট হয়েছে । মায়ের দ্বিতীয় স্বামী তো মাকে ছেড়ে দিয়েছেন । একবার ওদের এস্টেটে, ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মায়ের কোমড় ভেঙে যায় । বেশি নড়াচড়া করতে অক্ষম ।

ওর দ্বিতীয় বাবা তখন মাকে একটি বাড়ি ভাড়া করে রেখে দেয় । নার্স সমেৎ । তার পাশেই থাকতো এই ছেলেটি যার নাম দোনোভান । দোনোভান তখন ওর মাকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে আসে । সিস্টার বলে ।

মা খুব মিশুকে । খুব সুন্দর কথা বলতে পারেন । সবাই বলে মা হিলার । কাছে থাকলেই ভালোলাগে । মায়ের গায়ের তাপমাত্রাও নাকি সবসময় বেশি থাকতো । লোকে মনে করতো যে জ্বর হয়েছে । কিন্তু সেটাই ওনার নর্মাল তাপমাত্রা । এটা হিলার হবার সাইন ।

মায়ের যখন নতুন বিয়ে হয় তার কিছুদিন পরে লিম্ফোমা ধরা পড়ে । এটা লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের ক্যান্সার । পাঁচবছর লড়াই চলে । তারপর সারা দেহে টিউমার ছড়িয়ে যায় । দেহ নষ্ট হয়ে যায় । কোমাতে চলে যান। তখনও চামেলির জন্ম হয়নি । যাকে মাত্র কয়েক দিন সময় দিয়েছিলেন চিকিৎসক তিনিই আবার বেঁচে ওঠেন । মিরাকেল্ । সমস্ত টিউমার মিলিয়ে যায় । ক্যান্সার ফ্রি হয়ে বেঁচে ওঠেন । পরে চামেলি জন্মায় । হয়ত তাই বাবা পসেসিভ হন । লোকে এরপরে ওনাকে হিলার হিসেবে দেখতে শুরু করে । যিনি নিজের ক্যান্সার সারিয়ে ফেলেছেন ।

তবুও ওর দ্বিতীয় স্বামী এরকম এক পঙ্গু মহিলাকে নিয়ে থাকবেন না ; তাও সে এক ভারতীয় কাজেই

অন্য বাড়িতে রেখে নিজে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে থাকতেন । হয়ত হিলিং ব্যাপারটায় তার বিশ্বাস নেই । ভেবেছেন যে হাই ডোজের কিমোথেরাপিতে সেরে উঠেছেন ।

ওদের কোনো সন্তান নেই । তাই অসুবিধে হয়নি তার চামেলির মতন । ওর মা চৈতালি অনেকটা ফেলুদার সিধু জ্যাঠা কিংবা শার্লক হোম্‌সের দাদা মাইক্রফট্ হোম্‌সের মতন । চলমান বিশ্বকোষ । কাজেই দোনোভানের কোনো তথ্য প্রয়োজন হলেই ওর মা বলে দিতে পারেন । আর বাবার সাথে বনিবনা না হলেও মা এমনিতে নাকি খুব রসিক ও কোমল স্বভাবের মানুষ । মা কোনো তিক্ততা মনে রাখেন না । এগুলি মায়ের পজিটিভ সাইড । দোনোভান নাকি মাকে খুব সেবা করে । মেক আপ করে দেওয়া , ভালোমন্দ রেঁধে খাওয়ানো সব করে । ওর নিজের মা বছর খানেক হল মারা গেছেন । ঠাকুমা আছেন । উনি আবার অন্ধ মানুষ । দোনোভান যে সম্প্রদায়ের ছেলে সেই বুলুং জাতির মধ্যে ওর ঠাকুমা সর্বপ্রথম মহিলা প্রিস্ট ।

অন্ধ মহিলা হলেও উনি নাকি জ্যোতি আবিষ্কার করতে পারেন । লোকের কপালে জ্যোতি দেখেন । দোনোভান জন্মাবার সময় উনি প্রথম জ্যোতি দেখেন ওর মায়ের কপালে । সেই থেকে শুরু । উনি ওদের

কমিউনিটির দাইমাও ছিলেন । দোনোভান যখন জন্মায় তখন উনি দেখেন ওর মায়ের কপালে আলো ।

যার কপালে আলো দেখেন তার শুভ হয় । এর আগে ওরা মাটির ঘরে থাকতো । ঐ আলো দেখার পরে ওর বাবা এই পরিত্যক্ত অঞ্চলে রক্ষক হিসেবে সরকারি চাকরি পায় । তাতে ওদের পুরো পরিবারের কপাল ফিরে যায় । ওরা যেহেতু বনের মানুষ তাই সরকারি রেশন ফিরিয়ে দিয়ে বুনো হরিণ, শূকর, পাখি মেরে খায় । নদীর মাছ , শামুক ইত্যাদি , পাখির ডিম , মূগি,ঁ হাঁস আর টার্কির মাংস এবং বনের মধু খেয়ে কাটায় ।ওপরে মাংস ঝোলে । নিচে গনগনে আগুন । মাংস পুড়িয়ে বাতাবিলেবু আর আনারস সহযোগে খায় ।

রেশনের বদলে টাকা নেয় । মেয়েরা ঘরের কাজ করে । পশুপালন করে । ছেলেরা স্কুলে যায় । ওরা তিন ভাই দোনোভান , কেনি আর চিরুম্বিরি সবাই স্কুলে পড়েছে । মেয়েরা সবাই হাতের কাজ জানে । ঘরের কাজ ও পশুপক্ষী পালনে ওস্তাদ । ওর অন্ধ ঠাকুমা গোবর লেপে ঘরগেরস্ত পরিস্কার রাখেন । মা রান্না করতো । বাবা শিকার । ঐ পশুপাখি মেরে আনা আরকি ! ওর ঠাকুমাকে ওরা বলে **কিম্‌চি** ।

বাবাকে ওরা কোনোদিনও হাসতে দেখেনি । হাসি নাকি মেয়েদের কাজ । দোনোভানদের তিন ভাইয়ের দুটো জামা ছিলো । ওরা বদলে বদলে পরতো ।

সবাই স্কুল শেষ করেছে । দোনোভান সবচেয়ে মেধাবী বলে শহরে পড়তে গেছে ।

চৈতালি এখন ওদের সাথেই থাকেন । ওরা সরকারি দালানে থাকে । বড় কোয়ার্টার । কারণ ঐ মানসিক আশ্রমের ঘরগুলি তো সব ফার্নিচার সমেৎ পড়েই আছে ! বড় বড় আলো বাতাস হিমের ঘর ।

সতেজ গাছ আর দূরে প্রাকৃতিক এক ঝর্ণা । হীরের খনি বুঝি চাঁদনী রাতে চক্‌চক্‌ করে । অমাবস্যায় দেখা যায় হীরের টুক্‌রো । ঝিক্‌মিক্‌ করছে ।

চোখে ঝিলমিল লেগে যায় !

ওদের মা মারা গেছে বলেই কিনা চামেলি জানেনা **ওর মা চৈতালিকে** ওরা খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করে । ওর মাও ওদের বাড়ির মেয়েদের পড়ায় । ওর বাবা ওদের কমিউনিটির ছেলে নিয়ে আসবে মেয়েদের বিয়ে দেবার জন্য । একজন পাত্র খুব ভালো । তার বসার জন্য

মেন্টাল অ্যাসাইলামের শক্ থেরাপির ঘরটা বাছা হয়েছে । সুন্দর করে চৈতালির নির্দেশে সেই ঘর সাজানো হয়েছে । পাত্র খুব ভালো । এরকম পাত্র হাতছাড়া যেন না হয় । মেয়ের নাম হাস্না ।

তার কপালে ওর বুড়ি , দৃষ্টিহীন ঠাকুমা আলোর ঠিকানা দেখেছেন ।

পাত্র কী কাজ করে জানতে চেয়েছে ফেসবুকে সবাই ---- মা জানিয়েছেন যে পাত্র ওদের মতে ভীষণ ভালো ।

সে একটি এলাকার পিওন । মোটরবাইকে করে ভট্ভট্ করে মেল ডেলিভারি করে । চক্চকে পোশাক আছে কাজের । কোট-প্যান্ট গোছের । কাজেই বুঝতেই পারছো !

ওদের বাড়ি কেউ এলেই ওরা মধু মুখ করায় । অরণ্যের মধু আনে ওর লুপ্ত শহরের কেয়ারটেকার বাবা । মধু খেতেই নাকি দুনিয়ায় সবচেয়ে ভালো ।

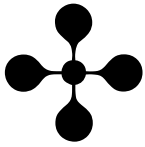

দোনোভানের এলাকার কাছেই আছে দাজা কমিউনিটি । এরা একটু প্রাচীন পন্থী । ওদের সমাজে জুয়া খেলাকে পুণ্য ধরা হয় । যারা অনেক টাকা পায় তারা আসলে হোলি স্পিরিটদের দাক্ষিণ্যেই এগুলি পেয়েছে । কাজেই লোকে নতুন উদ্যমে নেমে পড়ে । এই সমাজের পুরুষেরা বেশিদিন বাঁচেনা । ওরা পশু পুজো করে । ওদের দেবতা সমস্ত পশুরা । সিংহ হল মূল গড । আর গডেস্ হরিণী । কাজল নয়না হরিণী আসলে ওদের দেবী । মাত্র ৩০- থেকে ৩৫ ওদের পুরুষদের আয়ু । তারপরে কোনো না কোনো অসুখে তারা মারা যায় । মেয়েরাই সংসারের হাল ধরে থাকে । জুয়া এমন পুণ্য কাজ যে বাড়িতে বসেও ওরা জুয়া খেলে । এখন তো অনলাইন গ্যাম্বলিং হয়েছে তাই ওদেরই সুবিধে । জুয়ার অর্থ দিয়েই ওরা সন্তান পালন , চিকিৎসা , বিয়ে শাদি দেওয়া ও খাওয়াপরা যোগাড় করে ।

তবুও জুয়া একটি বাজে নেশা তো ! কাজেই অনেকেই **জুয়া ফাঁদে** পড়ে সর্বস্ব খুইয়েছে । ছেলেরা মৃত । জুয়ায় সব গেছে । বাড়ির মহিলারা অর্ধ উন্মাদের মতন হয়ে যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে । ফুটপাথে দিন কাটাতে বাধ্য হয় , কারো কারো কঠিন অসুখ ধরে । চিকিৎসার পয়সা নেই । কিন্তু জুয়া পবিত্র একটি কাজ বলেই ধরা হয় । কেউ জুয়া খেলা ছাড়েনা ।

পুরুষেরা যে কয় বছর জীবিত থাকে সেই কবছর চুটিয়ে জুয়া খেলে নেয় । সবসময় সবাই জুয়াতে ।

শিশুদেরও জুয়া হয় । বুঝতে শিখলেই স্কুল থেকে ফিরে জুয়াতে বসে ওরা । কেউ বাধা দেয়না । কারণ জুয়া একটি পবিত্র জিনিস । যারা জুয়া কন্ট্রোলে রাখতে সক্ষম তারা ওদের সমাজে মহামানব ।

একদিন সরকার থেকে জাতীয় ছুটি দেওয়া হয় । সেটা জুয়ার দিন । গ্যাম্বলিং ডে । নানান আইন দিয়ে জুয়াকে মোটামুটি ভদ্রস্থ খেলা করলেও মানুষের নেশা তো আর বাগে আনা সহজ নয় । কাজেই অনেক মানুষ বিশেষ করে মহিলারা জুয়াতে হারিয়ে ফেলে নিজেদের সর্বস্ব ।

চামেলির মা এখন ঐসব অসহায় মহিলাদের কাউন্সেলিং করেন । এই পরিত্যক্ত মানসিক আশ্রম এখন সর্বহারা নারীদের পীঠস্থান ।

মায়ের একটা অদ্ভুত চুম্বকের মতন ব্যক্তিত্ব আছে ।

হেসে সবাইকে জড়িয়ে ধরে স্বাগতম জানান । বলেন : বডি টু বডি হিলিং এনার্জি পাস্ হয় ।

মহিলাগণ সত্যি একটু একটু করে সহজ জীবনে ফিরে আসে । ওদের সরলতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । মানুষগুলি জুয়া খেললেও খুব জেনেরাস্ আর সাদাসিধে । জুয়া তো ওদের সমাজে পাপ নয় বরং পুণ্য । কেবল মেপে খেলতে হবে । আর ঈশ্বর না দিলে হঠাৎ করে এতটা টাকা কেউ পায় ? কাজেই পবিত্র জিনিস তো বটেই !

আর ঐ টাকাতেই ওদের জীবন চলে । ওটাই ওদের কাজ । কর্ম । প্রফেশান । সকাল বেলা উঠেই মেয়েরা সবাই জুয়াতে বসে পড়ে । পুরুষেরা কম বাঁচে বলে কিছু ফূর্তিও করে নেয় জুয়ার পাশাপাশি । তাই ওরা সকাল থেকে বসে না ।

চামেলির মা চৈতালি দেখেছেন যে ওদের মহিলারা যে জুয়াতে আসক্ত হয়ে পড়ে তার তিনটি কারণ । **প্রথমতঃ ওদের বাড়ির পুরুষের আয়ু সবাই জানে ।**

দ্বিতীয়তঃ জুয়া পবিত্র কাজ বলে কেউ বাধা দেয়না । আর শেষ কারণ হল এই যে ওদের সংসার চলে এই টাকাতেই । কাজেই একটু ভালো করে থাকবে বলে আর একটু বেশি রোজগারের নেশায় ওরা অ্যাডিক্ট হয়ে যায় ।

মা নিজের আঁচল বিছিয়ে রেখেছেন । ওদের কাউন্সেলিং করে করে সঠিক পথে নিয়ে আসেন । বলেন : ওরা আমাকে বিশ্বাস করে কারণ এখানে ওরা **আন-কন্ডিশনাল লাভ** পায় । আমি কাউকে জাজ্ করিনা । দোষে গুণেই মানুষ , ভুলটা শুধু শুধরে নিতে হবে । ওকে সুযোগ দিলে ও পরে অন্যদের বোঝাতে সক্ষম হবে । আমি সমাজ শুদ্ধ না করে নিজেকে শুদ্ধ করার কায়দা শিখিয়ে দিই । সবাই শুদ্ধ হলেই সমাজ বিশুদ্ধ হবে ।

চামেলির বাবা তো ওকে বলেইছেন যে ও ইচ্ছে করলেই বিদেশে পড়তে যেতে পারে । কাজেই সে পড়তে গেলো ওর মায়ের দেশে । ওর বিষয় মেরিন সাইবারনেটিক্স । মানুষ বিহীন জলযান নিয়ে ওর কাজ । **রোবট আর স্বপ্ন নয় রোবট এখন বাস্তব ।** কতনা রোবট চালিত জাহাজ আর সাবমেরিন এখন দুনিয়াতে ভাসছে । যেমন মানুষ ব্যাতীত মহাকাশ যান চলে অনেকক্ষেত্রেই- সেরকম জলেও চলে রোবট যান ।

এইসব নিয়েই কাজ চামেলির । তবে ওদের গ্রুপে মেয়ের সংখ্যা অনেক কম ।

ওর মাও ওকে খুব উৎসাহ দিয়েছেন । তবে বাবা জানেন না যে ওর মা যেই দেশে আছেন ও সেখানেই যাচ্ছে কায়দা করে ।

সবাই ভেবেছিলো যে ও সমুদ্র মন্থন করে কোনো রাজকুমারকে নিয়ে ফিরবে কিন্তু বাস্তবে ও ফেরার প্ল্যান করলো দোনোভানকে নিয়ে ।

যেই অপরিচিত পুরুষ ওর পঙ্গু মাকে আগলে রেখেছে নিজের মায়ের মতন , এত ভালোবাসা , শ্রদ্ধা পাচ্ছেন ওর মা যা নিজের স্বামীও দেয়নি তাকে সেই পুরুষ কোনো সাধারণ গড়পরতা মানুষ হতেই পারেনা ।

কাজেই তাকে ভরসা করা যায় । এমন একজনকেই সারাজীবন খুঁজেছে চামেলি যাকে বিশ্বাস করা যায় , যার ওপর নির্ভর করা যায় । যে প্রকৃতই রক্ষক, ভক্ষক নয় স্বামীরূপে । ওর তো মা ছিলোনা কিন্তু বাবা ছিলো । বাবার সাথে সাংঘাতিক ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও ও বাবাকে ভালোবাসে । কিন্তু কোথাও একটা বিরাট ফাঁক ছিলো । সেই ফাঁকটাই ভরাতে চায় পতির মাধ্যমে ।

দোনোভানকে ও ভালোবাসে কিনা কেউ জানেনা । ও নিজেও জানেনা । কিন্তু ওকে ভরসা করা যায় ।

ওকে তো একদিন এমু পাখি তাড়া করলো । এমু হল উটপাখির মতন এক বিশাল পাখি । তার ডিম বড় সাইজের ল্যাংড়া আমের মতন আর ময়ূর রং এর ।

ওমলেট করে মাশরুম আর পেঁয়াজ দিয়ে দারুণ লাগে । সেই এমুর তাড়া খেয়ে ও সাইকেল সমেৎ উল্টে পড়ে ।

বনের ধারে, এক অপরূপ সূর্যাস্তের সময় !

তখন দোনোভানের গায়েই তো আশ্রয় পেলো । নির্ভরতা । এক অদ্ভুত প্রশান্তি !

ওদের বাড়িতে তো কত ছেলে আসে । সবাই ওদের শ্রেণীর আর ধনী । বিয়ে হতেই পারে । জহর না হয়ে । তাদের পরিবার ওদের সমকক্ষ । ছেলেগুলিও ব্রিলিয়্যান্ট বিজনেসম্যান অথবা ইকোনমিস্ট কিংবা উঠ্তি পলিটিশিয়ান । কিন্তু চামেলির মনে ধরেনি একজনকেও । ওদের কোনো সারল্য নেই । ওদের স্পর্শ সাপের পরশ । ওদের হাই বলে হাত তোলাকে ওর সাপের ফণা মনে হয় । ওদের কায়দা কানুন বেশি মনুষ্যত্ব কম । ওরা মানুষ মেরে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে থাকে । মায়ের মতন ওরা আন কন্ডিশনাল লাভ বিলাতে জানেনা । জানেনা দোনোভানের মতন অচেনা মানুষকে আনন্দের স্বর্ণখনিতে নিয়ে যেতে । ওরা নিজেদের তবুও মানুষ বলে । দানব বলে না । ওরা হিরণ্যকশিপুর গল্প পড়ে হাসে । গালি দেয় । আসলে **নিজেদের বাড়ির সমস্ত আয়না বোধহয় ভেঙে গেছে ওদের ।**

দোনোভান এক চিল্‌তে মানুষ যার ধর্ম মানবতা আর কর্ম জীবের মঙ্গল করা ।

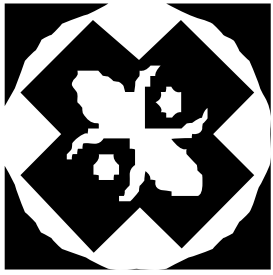

মায়ের জুয়া কর্মকান্ডেও দোনোভান আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে । প্রবল তুষারপাতের পরে, কাচের জানালায় লেগে থাকা তুষারকণার মতন !

তবুও চমেলির নিজ বাবাকে কিংবা পরিবারকে জানাবার সাহস নেই ।

বাবা, দুটো ধাক্কা সামলাতে পারবেন কিনা এই বয়সে তাই নিয়ে ওর চিন্তা আছে । এক তো ও মায়ের সাথে যোগাযোগ করেছে আর ঐদেশেই পড়তে গেছে আর দ্বিতীয়তঃ দোনোভানকে বিয়ে করা মানে জহরের সম্মুখীন হওয়া । ওর প্রাচীন পন্থী পিতা কি আর এসব মেনে নেবেন পারিবারিক প্রথাকে অস্বীকার করে ? আর মায়ের ওপরে তো উনি ক্ষেপেই আছেন !

তাকে হেলায় ফেলে মা চলে গেছেন অন্য পুরুষে আর এখনও উনি একা ; বিচ্ছেদের বোঝা বইছেন । ওদিকে মা আবার মেয়েকেও কেড়ে নিতে চাইছেন জানলে বাবার কী হবে ? বাবা কি আর সইতে পারবেন এত কষ্ট ? জহর যদি হয়ও তাতে ওর প্রাণটা যাবে । কিন্তু বাবার কী হবে ? তিনগুণ কষ্ট হবে তখন ! ও শুনেছে ওর মায়ের কাছে যে এমন মানুষও আছে যারা পরিবারে কেউ মারা গেলে তার প্রিয়পাত্রকে গলা টিপে মেরে

ফেলে যাতে সেই মানুষটিকে একা পরপাড়ে যেতে না হয় ! আবার আমাদের জহরের মতন, স্ত্রীকেও মেরে ফেলে গলা টিপে এরকম দ্বীপও আছে জগতে । মা ঘুরে এসেছেন । কাজেই বাবারা যা করছেন তা অনেকেই করছে দুনিয়ায় । তবুও বাবার একাকীত্বের কথা ভেবে খুব দু:খ হয় । বুকটা টনটন্ করে ওঠে ।

বাবাকেও কেউ গলা টিপে !! ওর জহরের পরে ?

Information ::

- **JHIRI :: Sanskrit speaking *village in Madhya Pradesh***

There are other villages in India also .

- **Ramana Maharshi :: It is said that a blind midwife**

attending his birth saw a brilliant light just as the baby emerged.

- **http://anitamoorjani.com/**

she has cured her stage four cancer herself …New york times best selling author.

দোনোভান ; কাজ হয়ে গেলে একা একা সূর্যাস্ত দেখে । টিলার ওপরে চুপ করে বসে থাকে । ও পাশে গিয়ে বসে । ওর পঙ্গু মা ওকে সমর্থন জানায় ।

হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে ওর মা জুয়াড়িদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ব্রত পালন করেন , ব্রতচ্যুত হতে আগ্রহী নন কোনোমতেই --আর মনে মনে হয়ত চান যে একমাত্র সন্তান মেরিন রোবটের খপ্পড় থেকে বেরিয়ে এই এলাকায় থিতু হোক্ দোনোভানের হাত ধরে । আজকালকার জগতে কে কেমন মানুষ বাইরে থেকে বোঝা দায় । পরিবার পরিজন, শিক্ষা দেখে কিছুই বোঝা সম্ভব নয় । কিন্তু দোনোভানকে উনি চেনেন । কাজেই এই অচিন পাখির ডানায় নিজ সন্তান থাকুক দুধে ভাতে এই ওনার একমাত্র চাহিদা এখন ।

মেয়ে বলেছে ওদের জহরের কথা । উনি বলেছেন :: তোমার ওখানে ফিরে যাবার কোনো প্রয়োজন আছে কি ? আমি তো কোনো কারণ দেখছি না ! আর ফিজ এর কথা যদি বলো তাহলে সেটা তোমার প্রতি তোমার বাবা তার কর্তব্য পালন করেছেন জন্মদাতা হিসেবে ।

আর পরে তুমি রোজগার করে সেই অর্থ শোধ করে দিতেই পারো যদি উনি ফেরৎ চান !

কত সহজেই ওর মা এগুলো বলতে পারলেন । কিন্তু ও নিজে চোখে দেখেছে ওর বাবার একাকীত্ব । ওদের সমাজে কত রূপসী , গুণী নারীরা নিজেদের সবটুকু ওর বাবার পায়ে অর্পণ করার জন্য বসে ছিলো । কিন্তু ওর বাবা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নি । সে কি মায়ের প্রতি অমল আকর্ষণের জন্যই নয় ?

এরকম পুরুষেরা তো দু তিনটে করেও বিয়ে করে !

বাবা হয়ত পসেসিভ ছিলেন মায়ের মৃত্যু মুখ থেকে ফিরে আসা দেখে । আচ্ছা, ওরা কি কখনও এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন ? নাকি সম্পর্কটা তেতো হয়েছে শুধু ভুল বোঝাবুঝি আর ইগোর বশে ?

কেউ কারো বশ্যতা স্বীকার করবেন না ?

চামেলির কিন্তু মনে হয় **পসেসিভ হওয়া একধরণের গভীর প্রেমেরই প্রকাশ । তবে প্যাথোলজিক্যালি পসেসিভ হওয়া নিশ্চয়ই একটা অসুখ ।**

বাচ্চারা যেমন শিশুকালে করে । এই খেলনাটা আমার ! কেউ ধরবে না । ধরলে কেন ?

সেইরকম । কিন্তু ওভার পসেসিভ হওয়া বোধহয় অবসেশন । মা ঐ সরু রেখাটা দেখতে পেয়েছিলেন তো ? সীমারেখাটা ? কে জানে !

মায়ের পার্টনার **লেরয় গোগোল ভার্সিগোড়া** আর মা তো কোনোদিনই বিবাহ করেন নি । ও আগে ভাবতো ওর মা ওর বাবাকে ডাইভোর্স করে চলে গেছেন । কিন্তু এখানে এসে শুনেছে যে মা এমনিই চলে এসেছিলেন । ভার্সিগোড়া এখন যেই গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে আছেন সে খুব ভালো আঁকে । আন্তর্জালে বসে বসে নানান পাবলিশিং কোম্পানির হয়ে ইলাস্ট্রেশান করে । এছাড়া বিভিন্ন ওয়েবসাইটের নাম মানে ডোমেন কেনাবেচা করে । এক আরব শেখ্ নাকি ডুবাই থেকে ওর ২৫০টা ডোমেন নেম কিনে নিয়েছেন ! চড়া দামে । চামেলি ভাবে যে ওর মা পঙ্গু তবুও দৌড়ঝাঁপের কাজে নিযুক্ত । আর সেটা স্বেচ্ছায় করেন । অন্যদিকে ভার্সিগোড়ার পার্টনার একদম সুস্থ সবল হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জালে কাজ করে । খুবই অদ্ভুত লাগে ওর । জগতে কতনা বিচিত্র জিনিস ঘটে । হয়ত এগুলি আমাদের চিন্তার সমস্যা । আমরা যাকে বিচিত্র মনে করি সেগুলি অন্য কারো কাছে সত্যি সত্যি আনন্দদায়ক । **আইনস্টাইন কি একেই থিওরি অফ্ রিলেটিভিটি বলেছেন ?**

ওর বাবা মায়ের কোনোদিনই ডাইভোর্স হয়নি আইন সম্মত উপায়ে । মা বহুদিন দেশ ছাড়া । বাবাও আর কোনো সঙ্গিনী নিয়ে থাকেন নি । অর্থাৎ এখনও মা ওনার বিবাহিতা স্ত্রী । আইনতঃ । হয়ত বেশিদিন সেপারেটেড্ ।

দোনোভানকে নিজের সমস্যার কথা খুলে বলেছে । বলেছে যে ওর পরিবার ; তাদের অমতে অন্য জাতে বিবাহ করলে পাত্রপাত্রীদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে ।

দোনোভানের কিম্‌চি মানে অন্ধ ঠাকুমা চামেলির কপালে রাজটিকা দেখেছেন । আলো দেখেছেন । **বলেছেন :: এই মেয়ে খুব ভালো মেয়ে, এরজন্য চাঁদ উঠবে ।**

দোনোভান ওদের কেশর অর্থাৎ জাফরান বাগিচা দেখে মুগ্ধ । ও নিজে গিয়ে বাবাকে প্রস্তাব দিতে চায় । বলে :: **গাঢ় গোলাপী ফুলের মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে নতজানু হয়ে , পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইবো । তবুও কি উনি না বলবেন ?**

হায়রে দোনোভান ! জানেনা বেচারা সভ্য ভারতের অসভ্য মানুষের কথা । ও বলে :: আমাদের সমাজে তো লোকে বিয়ে না করেও থাকে । একসাথে অনেক বৌ নিয়ে থাকে । তাতে কী ক্ষতি হয় ?

কী ক্ষতি হয় বা হতে পারে তা কি আর চামেলিও জানে ? কিন্তু ওকে সেসব বোঝাবে কে ?

ও ল্যাভেন্ডার ক্ষেত আর তার বেগুনি আভা দেখলেই বলে ওঠে :: ঠিক্ আমার শ্বশুরবাড়ির মত তাই না ?

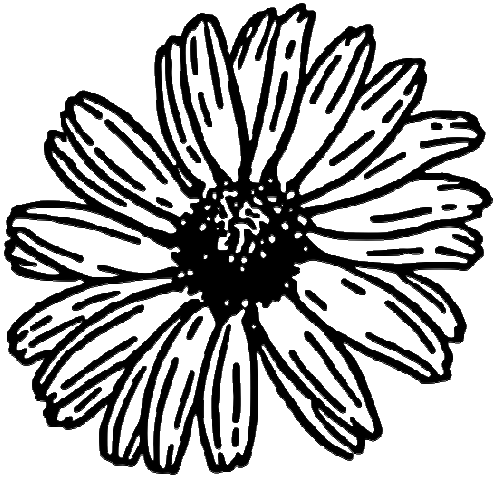

খুব কষ্ট হত চামেলির । কারণ সে জানতো যে তার মা চাইলেও বাবা কোনোদিনই মেনে নেবেন না । ওর প্রাণ যাবে । হয়ত বা দোনোভানেরও !

এই সহজ সরল ছেলেটা, নিজের জীবনপণ করে ওখানে যেতে ইচ্ছুক হলেও ওকে মরণের মুখে ঠেলে দিতে পারবে না চামেলি ।তাই একপ্রকার নীরব হয়ে থাকে ।

মায়ের কাজও বেড়ে চলেছে । মা চান এই বিরাট কর্মযজ্ঞ সামলাক চামেলি, দোনোভানের সাথে ।

মেরিন ফেরিন চুলোয় যাক্ !

জামাই হিসেবে কোনো রোবটকে কল্পনা করতে অসুবিধে হয় । বেশি ওদের সঙ্গে ওঠাবসা করলে শেষমেশ রোবটই হয়ত জামাই হয়ে এসে জুটবে । কে জানে ! তখন ওর জন্য Diesel/ পেট্রলে রান্না বিরিয়ানি আর স্পঞ্জের কেক বেক্ করতে হবে ! কোল্ড ড্রিঙ্কস্ হিসেবে খাবে আলোক তন্তু । মানুষি চালাকিতে প্রণাম করবে সেই জামাই , মেশিন ম্যান ---- নিছক শ্রদ্ধায় নয় ! ভালোবাসবে লাভ-বটন টিপে । হাসবে কাঁদবেও সেভাবেই । আর মনোমালিন্য হলে ডিলিট টিপে সম্পর্ক শেষ করে দেবে ।

দোনোভানই জামাতা হিসেবে একদম উপযুক্ত । কিন্তু ওর স্বামীর (এখনও আইনত: হাজব্যান্ড) ভয়ে মেয়ে রাজি হয়নি ।

মেয়েও দোনোভানকে খুব ভালোবাসে । ভরসা করে । বলে :: ওর ওপরে নির্ভর করা যায় ।

কিন্তু ওর বাবা আর পরিবারের ভয়ে ও কম্পমান ।

দিনের পর দিন চোখের সামনে মেয়েকে শুকিয়ে যেতে দেখছেন চৈতালি । নিজে চলে এসেছিলেন লেরয় গোগোলের হাতে ধরে ঐ অস্বস্তি:কর পরিবেশ থেকে বাঁচতে । ওর বাবা এত পসেসিভ ! মারধোর করেননি । উনি খুব ভদ্র ও মৃদুভাষী কিন্তু কঠোর হয়েছেন । রাতে শুতে আসেন নি । ফোন ধরেননি । এইভাবে শাস্তি দিয়েছেন । কোনো মানুষ যদি একই ছাদের তলায় থেকে অন্যকে সম্পূর্ণ ইগনোর করে তার থেকে বড় শাস্তি বুঝি আর কিছু নেই ।

এই অবহেলা অসহ্য । শেষে লেরয়ের শরনাপণ্ন হন । লেরয় হয়ত এক বাদামী নারীকে ভোগ করার প্ল্যান করেছিলেন । নাহলে এই অবস্থায় চৈতালিকে ত্যাগ করবেন কেন ? ওনাকে একলা একটি বাড়িতে নার্স দিয়ে রেখে দেন । সামান্য টাকা আসতো কিন্তু লেরয় আসেন নি একবারও । বরং ওর গার্লফ্রেন্ড মলি ব্যারন

আসতো । মলি পেশায় আঁকিয়ে, কমার্শিলায় আর্টিস্ট আর কি ! তাই হয়ত কিঞ্চিৎ সেন্সিটিভ, কে জানে । লেরয় নাকি ওকেও আসতে বাধা দিতেন ।

বলতেন : লেট হার ডাই ইন পিস্ !

ওকে জেস্‌মিন ফুল দিয়ে স্লো পয়জন করো ।

পঙ্গু তো আছেই , সেটাই আরো বেড়ে যাবে । কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাবেনা !

(দুনিয়ায় ট্রু জেস্‌মিন আর ফল্‌স্ জেস্‌মিন দুই ধরণের ফুল আছে । সব না হলেও কিছু জেস্‌মিন বিষাক্ত । অর্থাৎ বিষাক্ত চামেলি ফুল দিয়ে স্লো পয়জন করার ফন্দি আঁটছেন লেরয় গোগোল ভার্সিগোড়া !)

চৈতালির গর্ভজাত সন্তান চামেলি কিন্তু নির্মল । বিষ কন্যা নয় । কাজেই বিষবৃক্ষের বিষ পুষ্প চামেলি কি পারবে চৈতালির জীবনদীপ নিভিয়ে দিতে ? চিরতরে ? ক্যান্সারও তো পারেনি !

চামেলিকে খুলেই বললেন চৈতালি । বললেন যে ও যেন দোনোভানকে নিয়ে ওদের বাড়িতে না চলে যায় । ওর **বাবাকে আগে সব খুলে বলে ।** তারপর মতিগতি দেখে পরের স্টেপ নেবে । বাবা তো মত দেবেন না । কাজেই বিয়ে হবে অমতেই । তবুও জন্মদাতাকে একবার জানানোটা বাঞ্ছনীয় ।

চামেলি ধোঁয়াশায় । দোটানায় । কী করে ?

জীবনের এতবড় একটা ডিসিশান নিতে হবে একা একা । কারণ দোনোভান সোজা ওখানে হাজির হতে চাইছে আর মা চান ও বাবাকে জাস্ট জানিয়ে এখানেই বিয়েটা সেরে ফেলুক । কেবল সংবাদটুকু দেওয়া ভদ্রতার খাতিরে ! নাহলে লাঠালাঠি , জহর হবে ।

কিন্তু ওর মা যেমন এখন ওর অনেক কাছের মানুষ সেরকম বাবাও ওর কাছের । শৈশবে বাবাই ওকে বড় করেছেন । রাতের পর রাত মায়ের জন্য কেঁদে ঘুম থেকে জেগে উঠতো, দু:স্বপ্ন দেখে । দেখতো যে ও পরীক্ষায় ফেল করছে মা কাছে নেই বলে । সবার মা আছে । শুধু ওর নেই । আর তাই শুধু না ওর মায়ের নামে লোকে কুৎসা রটায় । মা কুলটা । চরিত্রহীনা ।

তখন বাবার বুকে মুখ রেখেই কেঁদেছে । তাই বাবার কোনো কষ্ট হলে ওরও বুক ফাটবে !

এদিকে জুয়াড়িদের দেখাদেখি দোনোভানও পশু পুজো করা ধরেছে । ওর প্রিয় গড একজন নেকড়ে ।

ও বলে :: নেকড়ু । নেকড়ু ঠাকুর/রাণ !

এখন নেকড়ের ছবি ও মূর্তি নিয়ে উপাসনা করা শিখছে কারণ নেকড়ে লড়াইয়ের দেবতা । কাজেই ওর বাবা যদি ফাইটে নামেন তাহলে নেকড়ে মানে নেকড়ু ওকে ব্যাক স্টেজ থেকে সদলবলে রক্ষা করবে ।

নেকড়ু দেবকে ও প্রতি মঙ্গলবার আহুতি দেয় । একটি করে মেষশাবক বলি দেয় । যতদিন না ব্যাপারটা মিটছে ততদিন এরকমই চলবে ।

একদল অসহায় জীব স্রেফ চামেলির কারণে মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে দেখে ওর ভারি খারাপ লাগছে ।

কিন্তু ও নিরুপায় । চারদিক থেকে বিভিন্ন ঘটনা ওকে জাপটে ধরছে । যা ওর কন্ট্রোলের বাইরে ।

অনেক ভেবে চিন্তে ও স্থির করলো যে বাবাকেই জানাবে সব খুলে । দেখা যাক্ বাবা কী বলেন ! উত্তর সবারই জানা তবুও । হয়ত ও ফিরে যাবে বুকে পাথর নিয়েই । মাকেও ত্যাগ করবে তখন ।

এইসব ভাবছে কদিন ধরে আর ভাবছে যে নেকড়ু দেব বসে বসে কচি ভ্যাড়া খাচ্ছে প্রতি মঙ্গলবার ।

অথচ এই সমস্যার সমাধান হিসেবে যে **চামেলি ফিরে যাবে ভেবেছে পাকাপাকিভাবে, তার বিন্দুমাত্র হদিস্ কি দিয়েছেন ভক্ত প্রহ্লাদ্ কে ? অর্থাৎ দোনোভান কে ?**

এক শুভ লগ্নে বাবাকে ফোন করলো । আগে **এস এম এস** করে অনেকটা সময় চেয়ে নিলো । পরে ফোনে সব খুলে বললো । একটা ঝট্কা যে লাগবে তা বুঝতে পেরেছিলো । যে কেউই পারবে ওদের বংশের ইতিহাস জানলে । কিন্তু অবাক করার মতন ব্যাপার হল এই যে ওর বাবা কিন্তু একবিন্দুও অবাক হলেন না !

বরং খুব হাসলেন । প্রাণখোলা , দিলখোলা হাসি ।

এরকম হাসতে সে কোনোদিন দেখেনি , ওর বাবাকে ।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে ওঠেন :: **আমি এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম । আমি শুধু দেখছিলাম যে তুমি আমাকে জানাও কিনা দোনোভানের কথা । নাকি নিজেই বিয়ে সেরে ফেলো । আজকালকার ছেলেপুলে তোমরা , তোমাদের বাবা-মায়েরা শুধু বিয়ের নেমতন্ন খেতে যান । পারলে ইন্সট্যান্ট নাতি/নাত্নিও বিয়ের আসরেই পেয়ে যান । কাজেই আমি অবাক হইনি । তুমি যেদিন বাড়ি ছেড়ে বিদেশে গেছো সেদিন থেকেই আমার চর তোমার পেছন পেছনে ঘুরছে সেটা তুমি জানতে ?**

তুমি আমার বাবা নাকি আমি তোমার বাবা ?

কিসে তোমার ভালো হবে তুমি বেশি বোঝো নাকি আমি বেশি বুঝি ? দাও , তোমার মাকে ফোনটা দাও তো দেখি ! চৈতালির আমার বিরুদ্ধে অনেক কমপ্লেন আছে তাই না ? অনেক নেগেটিভ ইমিশান্স জড়ো করেছে বুঝি ? দাও ওকে দাও দেখি !

ফোনটা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় চামেলি । লেরয় গোগোল ওকে, মানে এক বিষাক্ত চামেলি ফুলকে মায়ের প্রাণনাশের জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু ও মনে হয় চৈতালির প্রাণ ফিরিয়েই দিলো ।

এই প্রথম সবুজ, সতেজ ফুলের ঝাড়ের পাশে ও আর দোনোভান ফিজিক্যাল হয়েছে । ওকে চুমু খেয়েছে দোনোভান । আর দুজনেই এক সিপ্ করে রেড ওয়াইন খেয়েছে ।

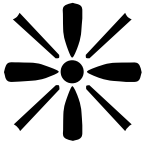

চামেলির বাবা, কেশর ব্যবসায়ী মানুষটি অন্তরে জাফরানের মতনই অভিজাত ও কোমল ।

কেবল বংশের নিয়ম মানবেন বলে জহর সমর্থন করে এসেছেন কারণ পিতামহ ও পিতার অবাধ্য হবেন না তাই । প্রাচীনকালেও তো কত রাজপরিবার জহর ব্রত নিতো । বিশেষ করে রাজ্য আক্রান্ত হলে । বিধবা রমণীগণ, পরপুরুষে যাবেন না বলেই ।কাজেই জহরকে ওর বাবা মন্দ ভাবেন না । একটু অন্যরকম আরকি ।

আর উনি বলেছেন যে ,তোমার মা জীবনে এত কষ্ট সহ্য করেও মানুষকে সৎ-পথে চালিত করার ব্রত পালন করছেন । একটি কমিউনিটির উপকারে নিজের পঙ্গু জীবন ঢেলে দিয়েছেন । কাপুরুষ সেই মানুষ যে তোমার মাকে ছেড়ে চলে গেছে ।

ধিক্কার জানাই সেই মানবরূপী কামুককে যে পরস্ত্রীকে বশ করে সম্ভোগের লোভে আর প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে তাকে ফেলে চলে যায় । এখন হয়ত চৈতালি বুঝতে পারবে কেন আমি পসেসিভ ছিলাম । মানুষ চেনা সহজ নয় আর নির্ভর করার মতন পুরুষ মানুষ দুনিয়ায় সত্যি খুব কম আছে । কিন্তু চৈতালি

আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই চলে গেলো । একবার যদি আমাকে বলতো তাহলে হয়ত আমি নিজেকে বদলে ফেলবার চেষ্টা করতাম ।

যা ভেবেছিলো চামেলি ঠিক তাই । ওরা কোনোদিন স্পষ্ট করে কথা বলেন নি । কোনো আলোচনা না করেই ভেঙে দিয়েছেন সম্পর্ক । কেউ কাউকে কোনো প্রশ্নও করেননি ।

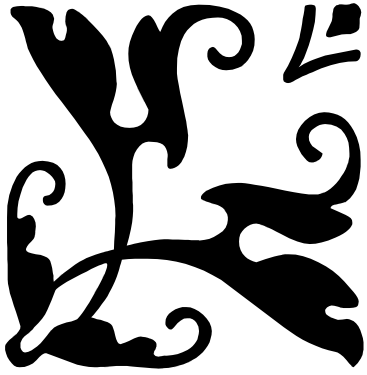

উপসংহারে কোনো সংহার নেই । যদি থাকে তাহল ভুল বোঝাবুঝি , মৃত সম্পর্ক , অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজাল ভাঙা ইত্যাদি ।

নিশান্তে, দিনান্তে কিংবা অজান্তে মধুর সমাপ্তি হল ।

চামেলির বিয়ে হল ধূমধাম করে । দোনোভানই বর । বরবেশী দোনোভানের নিদ্‌বর হলেন স্বয়ং নেকড়ু দেব ! কারণ ওর বিশ্বাস এই অর্চনাই এনেছে মিলন ।

দোঁহে মিলবে বাঁশরির সুরে নয় নেকড়ে বাঘের হুঙ্কারে ! চৈতালি মানে মাকে দেশে নিয়ে গেছেন বাবা । এখন থেকে ওরা দেশেই থাকবেন । ওদের বাড়ি । অনেকেই বিরক্ত কিন্তু বাবাই ওদের বংশে শেষ কথা । বাবাই মালিক । কাজেই দোর্দন্দপ্রতাপ বাবার সামনে সবাই কেঁচো !

বাবা অবশ্য ফাঁকা মাঠে বাঁশি বাজান নি । বাবা যুক্তি দিয়ে ওদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এসব প্রথা হল একধরণের কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস । মানুষের শুধু কেন প্রতিটি জীবেরই লক্ষ্য হল ইভোলিউশান । তা নাহলে আজ আমরা হয় বাঁদর কিংবা গোরিলা থেকে

যেতাম । যদিও আচার বিচারে ওরা আজও গোরিলাই আছেন কিন্তু দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছেন যে জগতে সবাই যখন মানুষ থেকে অমৃতপুত্র হবার দিকে এগোচ্ছে তখন ওরা পেছনদিকে কেন যাবেন ?

কতগুলো যুক্তিহীন , বস্তাপচা নিয়মের কারণে ?

আর যেই যুবক অপরিচিত ,অসহায়, পঙ্গু নারীকে মা সম্বোধন করে নিজগৃহে ঠাঁই দেয় ও নিয়মিত তার পরিচর্যা করে যায় সে কোন জাতের অথবা ধর্মের তাই নিয়ে একমাত্র উন্মাদরাই মাতামাতি করবে ।

মানুষের একটাই ধর্ম , মানব ধর্ম ; একটাই রেস -- হিউম্যান রেস । আর কি ?

চৈতালির কথা আর কী বলবেন নিজ মুখে ?

নিজের বৌয়ের গুণগান লোকসম্মুখে করবার মতন স্মার্ট উনি নন । এরকমই মনে করেন । কাজেই ছোট্ট করে সবাইকে বলেন ::: **সি ওয়াজ নট হ্যাপি হোয়ার সি ওয়াজ সিন্স ইট ওয়াজ মাই সন্ ইন লওজ হাউজ । অ্যান্ড লিগ্যালি আই অ্যাম স্টিল হার হাজব্যান্ড অ্যান্ড সি ইজ স্টিল মাই ওয়াইফ ।**

চাঁদের মধুর আলোতে যখন নববধূ- তার দোনোভানের কাঁধে মাথা রেখে কেশর ক্ষেতে ঘুরে বেরাচ্ছে , হাতে হাত রেখে, আনন্দে --তখন ওদের প্রাচীন মহলের চোরাকুঠুরিতে , মুখোমুখি দুই প্রৌঢ় !

ঘরটা একইরকম আছে কিনা দেখতে এসেছিলেন চৈতালি । এটা ওদের গোঁসা ঘর । বাড়ির মহিলারা গোঁসা করে এখানে দিন কাটাতো ।

হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে সোপানের বদলে ঢালু পথে নেমে আসেন গোঁসা ঘরে । হ্যাঁ , ঠিক সেইরকমই আছে । বিরাট বেলজিয়ান গ্লাসের আয়না । মোটা গদি মাটিতে পাতা । অজস্র শুকনো ফুল দিয়ে সাজানো । ড্রাই ফ্লাওয়ার্স । তামার চোখ, নাকবিহীন মূর্তি । এগুলো সবই চৈতালির নিজ হাতে কেনা । আর পারশিয়ান কার্পেটটাও একই আছে । কিছুই বদলায় নি আজও ।

একই আছেন গুরুগম্ভীর, একটু বেশি সেক্স করতে চাওয়া ,বাইরে ব্যাক্তিত্বপূর্ণ কিন্তু মধুরাতে লোভী পুরুষ হয়ে ওঠা ঠাকুর সাহেব যাকে চৈতালি, শান্ডিল্য বলেই সম্বোধন করতেন । সবার কাছে উনি ঠাকুর সাহেব কিন্তু চৈতালির শান্ডিল্য ।

রেশমের পোশাকে ঝলমল করছেন । এক অমল আলো ওর মুখে । বয়সের সাথে সাথে চেহারায় এক অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য এসেছে । তার দুর্বল দেহ দেখে সমস্ত কিছু ভুলে আজ নিয়ে এসেছেন নিজ গৃহে । আজ থেকে ওরা আবার স্বামী স্ত্রী ।

সেইভাবেই থাকবেন । ওদিকে ওনার কর্মকান্ড সামলাবে দোনোভান । পরে হয়ত যোগ দেবে মেয়ে চামেলিও । কিছুকাল চাকরি করার পরে ।

মেয়েটা খুব চাকরি করতে চায় । স্বনির্ভর হতে চায় ।

পরিত্যক্ত মেন্টাল অ্যাসাইলাম আজ আশ্রমে পরিণত হয়েছে । জুয়াড়ি ঢুকছে এক এক করে- আর বার হচ্ছে এক একজন ঋষিরাঙা হয়ে । মগজ সাফাই মেশিন যেন ওটা । পেটেন্ট নিয়েছেন চৈতালি নিজে !

শান্ডিল্যও তো কোনো ঋষিরই নাম তাই না ?

এমন কোনো ঋষি যার কোলে মাথা রাখবার অধিকার আছে একমাত্র চৈতালি নামক এক রমণীর যাকে সমাজ কুলটা বলে । ঋষির পবিত্র বাহুস্পর্শে কুলটা আজ

সতীত্বে ডুবে যাচ্ছে । জহরকুন্ডের পাশেই এক অদেখা হোমশিখার স্পর্শে ।

তার জীবনে আজ হঠাৎ রং লেগেছে । তাই শান্ডিল্য মুণির কাঠিন্য আর চামেলি ফুলের পরশ দুটে একই সুরে বাজছে যেন মায়ানদীর দুইকূলে ।

আর নদী হয়ে বয়ে চলেছেন, চৈতি ফুলে ঢাকা চৈতালি । অশেষ দাপটে ।

দুইপাড়ে আজ তার লৌহকপাট । পাড় ভাঙার মতন ঢেউ বা স্রোত নেই একটিও ।

লেরয় গোগোল ভার্সিগোড়া কে পুলিশ ধরেছে , অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডার চার্জে । ওর বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছে ওর গার্লফ্রেন্ড স্বয়ং । কারণ আজ যে চৈতালিকে মারাতে চাইছে, কাল প্রয়োজন ফুরালে সে তাকেও মেরে ফেলতে উদ্যত হবে । নয় কি ?

ইতিহাসই তার সাক্ষী ।

কাজেই --**লেরয় গোগোল ভার্সিগোড়া এখন মোটা মোটা শিকলের কব্জায় । সেখানে বসে বসে একলা পথে - মেয়েদের রহস্যময়ী ভাবতে অভ্যস্থ হচ্ছে !**

আর শেষ অঙ্কে দোনোভান ও চামেলি ফুল, জগতের সমস্ত মেটাফোর নিজেরা করছে ।

দোনোভান ; ওর পাতানো মা চৈতালিকে দেশে ফিরতে দিতে চায়নি । অনেক চেষ্টা করে ওকে আটকাবার । শেষে না পেরে মজা করে বলে ওঠে :: তুমি থাকলে গাড়ির পার্কিং করতে সুবিধে হত । এখন এই এক্সট্রা Disabled -পার্কিং কোথায় পাবো ভীড় রাস্তায় ?

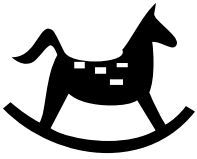

THE END